

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

কাটুন
রফিকুন নবী

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
কানাড়া প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ
যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য
প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স : ৯৩৫০৯৫১ - ৩
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন : ৯৩৪৯৪৫৯
ফ্যাক্স : ৯৩৫০৯৫৪
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত
লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল : s2000@dbn-bd.net
info@shaptahik2000.com

দাম : ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর
পক্ষে মাহফুজ আনাম কর্তৃক প্রকাশিত
ও ট্রান্সক্রাফট লিঃ, ২২৯ ভেজগাঁও
শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।



বর্তমান বিশ্ববাজারে 'বিনোদন' ব্যবসার একটি বড় ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। এ ব্যবসাটি পৃথিবীব্যাপী একচেটিয়া করে যাচ্ছে আমেরিকা আর আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত। ভারতীয়দের ফ্যাশন, গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড, মডেলিং, সবই এখন চোখ ধাঁধানো। সিনেমা বা টিভি সিরিয়ালগুলোর মডেল, প্রযোজক, পরিচালক, গানের ক্ষেত্রে গীতিকার, সুরকার প্রত্যেকেই যথেষ্ট মানসম্পন্ন কাজ করছে। ফলে তাদের কাছ থেকে ভালো আউটপুট পাওয়া যাচ্ছে। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এদের প্রায় প্রত্যেকেরই রয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। আর এ জন্যই ভারতীয় সিনেমা, সিরিয়াল, এমন কি বিজ্ঞাপনের জনপ্রিয়তা বাড়ছে বিশ্বব্যাপী। তাছাড়া পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে ভারতীয় বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত লোকজন রয়েছে। তারাও নিজের দেশের মানসম্পন্ন অনুষ্ঠানগুলো অবস্থানকারী দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরছে।

এমনই এক মুহূর্তে বাংলাদেশের সিনেমা, নাটক বা গ্ল্যামার জগতের কি অবস্থা? এক কথায় বলতে হয় খুবই নাজুক। চলচ্চিত্র বলতে হলগুলোতে দেখানো হয় অশ্লীলতা। এজন্য নষ্ট হয়ে গেছে সিনেমা হলগুলোর পরিবেশ। বছরে যতগুলো সিনেমা মুক্তি পায় তার মধ্যে ২/১টি ছাড়া বাকিগুলো পরিবারের সবাইকে নিয়ে দেখার উপায় নেই। আর বিজ্ঞাপন, সেটা তো এখন সম্পূর্ণই ভারত-নির্ভর হয়ে পড়ছে। মূল কথা হলো, এসব ক্ষেত্রে রয়েছে যোগ্য লোকের অভাব। এদেশের টিভি নাটক বা সিরিয়ালের প্রশংসা আগে থেকেই ছিল। এখনও তার ধারাবাহিকতা চলে আসছে।

তবে এদেশের মানুষ যোগ্য লোককে সম্মান করতে জানে। ভালো সিনেমা চললে এখনও এদেশবাসী পরিবার নিয়ে সিনেমা হলে যায়। সাবিনা ইয়াসমিন বা রুনা লায়লার গান মানুষ এখনও মুগ্ধ হয়ে শোনে।

ভারতের মতো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশীরা রয়েছে। এদেশের বিভিন্ন চ্যানেলগুলোর কল্যাণে অনুষ্ঠানগুলো পৌঁছে যাচ্ছে সেসব দেশে। এখন আমাদের প্রয়োজন মানসম্পন্ন অনুষ্ঠানের। আর সে জন্য দরকার যোগ্য লোকের। যোগ্য ব্যক্তির হাত থেকেই বেরিয়ে আসবে মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান। আর এ প্রক্রিয়ায় বিশ্ববাজারে বাংলাদেশী সিনেমা, নাটকের প্রভাব বাড়বে। প্রশংসিত হবে বিশ্ব দরবারে। পাশাপাশি অধিক বৈদেশিক মুদ্রা আয়েরও নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে।

